প্রশ্ন 1 ঈশ্বর ও সত্যতার সম্বন্ধ বিষয়ে গান্ধিজির মূল বক্তব্য আলোচনা করো।

◆ উত্তর

ঈশ্বর ও সত্যতার সম্বন্ধ বিষয়ে গান্ধিজির মূল বক্তব্য

সাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক সকল মানুষের অন্যতম লক্ষ্য সত্য অনুসন্ধান করা ও মিথ্যা পরিহার করা। কেন-না মানুষের সত্তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের বীজ নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী গান্ধিজি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সত্য অনুসন্ধান করতে করতে যে চরম সত্য আবিষ্কার করেছেন তা হল ঈশ্বর। তাই তিনি বলেছেন—সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। তাই সত্য ও ঈশ্বর সমব্যাপক ও সমার্থক।

সত্য শব্দটির অর্থ

'সৎ' শব্দ থেকে 'সত্য' শব্দটির উদ্ভব। 'সৎ' শব্দের অর্থ অস্তিত্ব। সুতরাং, যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই হল সত্য।

ঈশ্বর হলেন চরম, নিরপেক্ষ সত্য

অদ্বৈত বেদান্ত মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ঈশ্বর, জগৎ, ব্যাবহারিক জীব সবই মিথ্যা। কিন্তু গান্ধিজি বলেন জগৎ বাস্তব সত্য, মানুষ বাস্তব সত্য। এদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। মানুষ কেবল দেহবিশিষ্ট জৈবিক সত্তা নয়, তার মধ্যে রয়েছে আত্মা, মন, বুদ্ধি, বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক দিকেরই প্রাধান্য রয়েছে। মানুষের আধ্যাত্মিক দিকই সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী। জগৎ ও জগতের সবকিছু আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যের পথ অনুসরণ করে মানুষ চরম নিরপেক্ষ যে সত্য আবিষ্কার করে, তা হল ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র চরম নিরপেক্ষ সত্য।

Scanned with CamScanner

সত্যের সংজ্ঞা

গান্ধিজির মতে বিবেকের নির্দেশই হল সত্য। মানুষ গঠিত হয়েছে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, আবেগ, বিবেক, মন ও আত্মা দিয়ে। ইন্দ্রিয় জগৎ ও জাগতিবস্তু প্রত্যক্ষ করে, যা আপেক্ষিক সত্য। বুদ্ধি থেকে আসে যুক্তি। যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে সম্ভাবনার প্রশ্ন তুললেও সত্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। ঈশ্বর অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীরা সত্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। তাহলে সত্যের উৎস কী? বিবেক হল সত্যের উৎস। ঈশ্বর আত্মারূপে সকল মানুষের মধ্যে আছেন। তাই বিবেকের নির্দেশ হল ঈশ্বরের নির্দেশ। ঈশ্বর যেহেতু সত্য সেহেতু বিবেকের নির্দেশ সত্য হতে বাধ্য।

ঈশ্বর ও সত্য অভিন্ন

সত্য নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত। আবার ঈশ্বর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরমপুরুষ, মূর্ত। তাই ঈশ্বর ও সত্য অভিন্ন কীভাবে প্রমাণ করা যাবে ? গান্ধিজি বলেন, সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। সত্য ও ঈশ্বর উভয়ই বিমূর্ত, নিরাকার। আবার উভয়ই সাকার ও মূর্ত। বিমূর্ত, নিরাকার ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। তখন ঈশ্বর মূর্ত ও সাকার হন। সত্য জগৎ ও জীবের মধ্যে প্রকাশিত হয়। জগৎ ও জীব পরিবর্তনশীল, সীমিত ও অনিত্য। তাই জগৎ ও জীব ঈশ্বর নয়, কেননা ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল, অসীম, নিত্য। সত্যতাও জগৎ ও জীবের মধ্যে প্রকাশিত হয় তা আপেক্ষিক সত্য। জগৎ ও জীবের বহুত্ব ও আপেক্ষক সত্যতার পথ অনুসরণ করে নিরপেক্ষ ও চরম সত্যে উপনীত হলে তখন সত্য ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন তা অনুভব করা যাবে।

মূল্যায়ন: সুতরাং গান্ধিজির মতে, সত্যতা ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিক থেকে জীবজগৎ ও জড়জগৎ ঈশ্বরের বাস্তব প্রকাশ। তাই ঈশ্বর ও জগৎ এক ও অভিন্ন। আবার সত্যতা জগৎ ও জীবের মাধ্যমে আপেক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ঈশ্বর ও সত্যতা এক ও অভিন্ন।

Scanned with CamScanner